'Ebong Mahua'--UGC - CARE List Approved Journal,
Indian Language Journal Serial No.–96, 2019.

EBONG MAHUA

Bengali Language, Literature, Research and
Referred with Pre-Review Journal
21th Year, 114 Volume
October, 2019

Edited, Printed and Published by
Dr. Madanmohan Bera, Editor.
Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.
Mob.-9153177663
madanmohanbera51@gmail.com
kohinoor.bera @gmail.com

Rs. 500

Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

'এবং মহুয়া'-বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত
তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় ভাষায় পত্রিকা ক্রমিক নং-৯৬, ২০১৯।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)
২১তম বর্ষ, ১১৪ সংখ্যা
অক্টোবর, ২০১৯

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

3.8.21-51

HONOURABLE EDITOR

Dr.Madanmohan Bera, Eminent Bengali Writer, Midnapore.W.B.

BOARD OF EDITORIAL ADVISORS

Dr.Tarakanath Rudra, Eminent Bengali Writer, Midnapore.W.B.

Dr.Jaygopal Mandal, Prof.Dpt.of Bengali, B.B.M.K.U, Dhanbad, Jharkhand.

Mr.Haripada Mondal, Eminent Bengali Writer, Midnapore.W.B.

Mr.Arnabyam Bhattacharya, Eminent Essayist and Writer, Midnapore.W.B

Dr.Tarapada Mandal,Prof.Tamluk College,W.B.

Dr.Manoj Mandal,Prof.Khidirpur College,Kalkata,W.B.

HONOURABLE ADVISORS

Dr.Sd. Ajijul Haque, Professor, Dhaka University, Bangladesh.

Dr.Anik Mahmud, Professor, Rajsahi University, Bangladesh.

Dr.Bela Das, Professor, Asam University,Shilchar, Assam.

Dr.Snehalata Das, Professor, BhagalpurUniversity, Bihar.

Dr. Mamata Das Sharma, Professor, Patna University, Bihar.

Dr.Prakash Maity, Professor, Banaras Hindu University, U.P.

Dr.Nirmal Das, Professor,Tripura University, Tripura.

Dr.Shubhra Chatterjee, Professor, Ranchi University, Jharkhand.

Dr.Ratna Roy, Professor, Ranchi University, Jharkhand.

Dr.Anirban Sahoo, Professor, Dr.S.P. Mukherjee University, Jharkhand.

Dr.Lili Ghosh, Professor, Jamsedpur Womens' University, Jharkhand.

Dr.Subrata Kumar Pal, Professor, Ranchi University, Jharkhand.

Dr.Dayamoya Mondal, Professor, S-K-B University, Purulia,W.B.

Dr.Layek Ali Khan, Professor, Vidyasagar University, W.B..

Dr.Baniranjan Dey, Professor,Vidyasagar University, W.B..

Dr.Sudip Basu, Professor, Biswabharati, W.B..

Dr. Bikash Roy, Professor, G.B. University, W.B..

Dr.Tapan Mondal, Professor,Diamond Harber Womens' University,W.B.

Dr.Mir Rejaul Karim, Professor, Alia University, W.B..

Dr.Suranjan Middya, Professor, Rabindra Bharati University, W.B.

Dr.Sarojkumar Pan,Professor,VidyasagarUniversity.W.B.

Dr.Krisnendu Datta, Professor, Sikim University, Gangtok, Sikim.

Dr.Achintya Kr.Banerjee,Professor, Gourbanga University,W.B.

Dr.Subhas Biswas,Professor,Kalyani University,Nadia,W.B.

Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya,Goaltore
Paschim Medinipur, Pin-721128

সূচীপত্র

১.লোধা-শবর জনজাতির জীবন ও অর্থনৈতিক অবস্থান ::উত্তম সরকার........৭

২.নজরুলের গান: হিন্দু মিথ ও তার প্রাসঙ্গিকতা::অজয় কুমার দাস........১৫

৩.রাজনীতির শিক্ষা দর্শনে রবীন্দ্রনাথ ::অমলেশ পাইকারা................২৬

৪.নতুন প্রজন্মের জীবনভাবনা ও একুশ শতকের ছোটগল্প::অনিমেষ পাল...৩৩

৫.ভ্রমণ সাহিত্যে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়:প্রেক্ষিত বিহার::পীরুপদ মালিক...৪১

৬.নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর সাহিত্য::সুদীপ্ত চৌধুরী..................৪৭

৭.রবীন্দ্র সাহিত্যে বর্ণ সংকরতা ::অভয় পাইন...........................৫৪

৮.মনসামঙ্গল কাব্যে বাল্য-কৈশোরের নানা দিক::তমালকুমার ব্যানার্জী.......৬৩

৯.ধর্মনিরপেক্ষতা ও এদেশে গ্রন্থনিষিদ্ধকরণের চল::পিয়ালী চন্দ............৬৮

১০.রাজনৈতিক চিন্তা ও চেতনার জগতে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর
প্রাসঙ্গিকতা :: সুরজিৎ মণ্ডল..৭৬

১১.অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়::চন্দনা তেওয়ারী............৮১

১২.রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়':একটি ব্যর্থ প্রেমের আখ্যান::অরূপ শীট......১০৪

১৩.হার্বার্ট স্পেন্সার-এর 'এডুকেশন':অনুবাদক স্বামী বিবেকানন্দ
::হারাধন দাস..১১২

১৪.'কী ধ্বনি বাজে':অমিয়া ঠাকুরের কণ্ঠে ::তপশ্রী দাস....................১২১

১৫.ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসীবিদ্রোহের ভূমিকা
::শক্তিপদ শীট...১২৮

১৬.মনোজ মিত্রের নাটক : মানবিকতার দর্পণে::গৌতম গায়েন............১৩৫

১৭.১৯৪২ সালের সাইক্লোন ও কাঁথি মহকুমার উপর তার প্রভাব
:: শ্যামাপদ শীট..১৪১

১৮.সাগরিক : একটি উজ্জ্বল মুক্তো::রচনা রায়.............................১৪৬

১৯.কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় : জীবন ও জিজ্ঞাসা::স্বপন প্রামাণিক.................১৫২

২০.জীবনানন্দের '১৯৪৬-৪৭'-আলোকসন্ধানী মানবাত্মার চিরন্তন
যাত্রাপথ :: মৌমিতা সরকার..১৫৭

২১.মণীন্দ্রগুপ্তের কবিতা:ভাষার স্বর এবং স্বরের ভাষা::পঞ্চানন নস্কর.......১৬১

২২.প্রমথ চৌধুরী:ভাষারীতির এক অনন্য প্রকাশ ::পীযূষ দাসমহাপাত্র........১৬৫

২৩.'বাসনার সেরা বাসা রসনা':মুকুন্দের অভয়ামঙ্গল :: কৌশিক দাশগুপ্ত.....১৭০

২৪.জাতীয়তাবোধ জাগরণে মেদিনীপুরজেলার মেলাপার্বণ::অজয়কুমার মণ্ডল..১৭৫

২৫.সংস্কৃত সাহিত্যে পুত্রধর্ম: ::নিবেদিতা ঘোষ.............................১৮২

২৬.শেখ দীন মোহাম্মদ : প্রায় বিস্মৃত প্রথম ভারতীয় ইংরেজি
গ্রন্থ প্রণেতা ও 'শ্যাম্পু' আবিষ্কর্তা :: অরূপরতন চক্রবর্তী........১৮৭

২[illegible] সংস্কারক বিদ্যাসাগর ::ড. নির্মল কুমার বর্মন..................১৯৯

একজন গুণী পুত্র শত মূর্খ পুত্রের থেকে অনেক ভালো। সহস্র তারা থেকে একটি চন্দ্র যেমন সবাইকে আলো প্রদান করে।

সম্প্রতিকালে দেখা যায় যে এই সমাজের পুত্ররা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তারা তাদের দায়িত্ব কর্তব্য সমস্ত কিছু ভুলে যাচ্ছে। তাই তারা তাদের দেবতুল্য পিতামাতাকে অনায়াসেই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিচ্ছে নিজ কর্তব্য ভুলে। এরূপ আচরণে বৃদ্ধ পিতামাতার মনে কতখানি কষ্ট হচ্ছে তারা একটি বারের জন্যও ভাবে না। তাই আজকের সমাজে সেই সব পুত্র সন্তানরা যারা সমস্ত দায়িত্ব কর্তব্য থেকে বিমুখ পিতামাতার প্রতি। তারা সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য পুত্রচরিত্রগুলি দেখে অনুপ্রাণিত হবে। কারণ এই সমস্ত চরিত্রগুলি যথাযথ তথা আদর্শপুত্রের যেসব কর্তব্য সেগুলি পালনে একেবারে সিদ্ধহস্ত।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতি শান্তি (সম্পা.), 'বৈদিক পাঠ সংকলন'।
২. বসু, ড. অনিল চন্দ্র (সম্পা.), 'যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা', সংস্কৃত বুক ডিপো, কলিকাতা।
৩. ভট্টাচার্য, জনেশ রঞ্জন (সম্পা.), 'রঘুবংশম্'।
৪. চক্রবর্তী, ড. সত্যনারায়ণ (সম্পা.), 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্', সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা।
৫. ভট্টাচার্য্যে শ্রীমদ্গুরুনাথ বিদ্যানিধি, 'কুমারসম্ভবম্', সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা।
৬. পাহাড়ী, অন্নদাশঙ্কর (সম্পা.), 'মনুসংহিতা'।
৭. 'রামায়ণ'।

তথ্যসূত্র :

১. 'ত্রীনি পদানিচক্রমে'— (ঋ. বেদ)
২. 'সত্যং বদধর্মংচর:'— (তৈত্তিরীয়, ১/১১)
৩. 'ধৃতিঃ ক্ষমা ... ধর্মলক্ষনম্'— (মনু, ৬/৯২)
৪. 'অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রঃ ... সংমনা'— (অথর্ব, ৩/৩০)
৫. 'পুন্নাম্নোনরকাৎ যস্মাৎ ... পাতি সর্বতঃ'— (রামা, ২/১০৭)
৬. 'লোকান্তর সুখং পুণ্যং ... শর্মনে'— (রঘু, ১,৬৯)
৭. 'শাসনং স ... বধূ ধর্মঃ'— (ব্রহ্ম সম্বন্ধ— ১২/৫২)
৮. 'অস্মাৎ পরবত ... পিতৃর্বঃ পিবাত্তিঃ'— (শ্রুতি, ৬/২৫)

Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya, Goaltore
Paschim Medinipur, Pin-721128

শেখ দীন মোহাম্মদ : প্রায় বিস্মৃত প্রথম ভারতীয় ইংরেজি গ্রন্থ প্রণেতা ও 'শ্যাম্পু' আবিষ্কর্তা

অরূপরতন চক্রবর্তী

সারসংক্ষেপ :

শেখ দীন মোহাম্মদ ছিলেন এক বর্ণময় চরিত্র। প্রায় ২০০ বছর পূর্বে তিনিই যে প্রথম ভারতীয় হিসেবে ইংরেজি ভাষায় বই রচনা করেছিলেন, তা ১৯৯৭ সালে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস থেকে তাঁর বইটি পুনঃপ্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয়দের কাছে অজানাই ছিল। আরও অজানা ছিল, অতিপরিচিত নিত্যব্যবহৃত 'শ্যাম্পু' নামক কেশ প্রসাধনীটির উদ্ভাবকও ছিলেন তিনিই এবং প্রায় ২০০ বছর পূর্বেই ভারতীয় মালিকানায় ভারতীয় রান্নার প্রথম রেস্তোরাঁটিও তিনিই খুলেছিলেন। আজ ব্রিটেনে ভারতীয়দের রমরমা রেস্তোরাঁ ব্যবসার তিনিই পথিকৃৎ। তাঁর বই 'দ্য ট্রাভেলস্ অফ দীন মাহমেট' একটি আত্মজীবনীমূলক ভ্রমণবৃত্তান্ত। এই বইতে তিনি এক ভারতীয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রিটিশ অধীনস্থ ভারতবর্ষকে তুলে ধরেছেন। ১৭৬৯ সাল থেকে ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীতে প্রথমে শিক্ষানবিশ ও পরে সুবেদার পদে কর্মরত থাকার সুবাদে এবং আয়ার্ল্যান্ডে চলে যাওয়ার পূর্বে সারা ভারতবর্ষের নানা স্থানে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। আয়ার্ল্যান্ডে ও পরে ইংল্যান্ডে বই রচনা ছাড়াও নানা কর্মকাণ্ডে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। দীন মোহাম্মদ ২০০ বছর আগে ঔপনিবেশিক যুগে সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সম্ভ্রান্ত ইয়োরোপীয় সমাজে শুধুমাত্র নিজে প্রতিষ্ঠা অর্জনই করেননি, বরঞ্চ সমগ্র ভারতীয় সমাজ, তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, তাদের রীতিনীতি, ঐতিহ্য, জ্ঞানকে মূলধন করে উপনিবেশ স্থাপনকারী ব্রিটিশ সমাজের কাছে তাদের এক শ্রদ্ধেয় জাতি হিসেবে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করেছিলেন।

বীজ শব্দ : শেখ দীন মোহাম্মদ, শ্যাম্পু, রেস্তোরাঁ, ভ্রমণবৃত্তান্ত।

প্রতিপাদ্য বিষয় :

সৈন্য, সাহিত্যিক, অ্যারোমাথেরাপিস্ট, রেস্তোরাঁ মালিক, ডাক্তার, উদ্যোগপতি, এক মুসলিম এবং এক ক্রিশ্চিয়ান- এবং যদি বলা হয় এঁরা সকলে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। অবাক হওয়ার কথাই বটে- ইনিই শেখ দীন মোহাম্মদ। প্রথম ভারতীয় যিনি ইংরেজি ভাষায় বই লিখে প্রকাশ করেছিলেন।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাবদের পতনের পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া

কোম্পানীর শাসকদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে অনেক পরিবারই বাংলা থেকে পালিয়ে সংলগ্ন বিহারে আশ্রয় নেয়। সম্ভবতঃ এমনই কোন এক পরিবার ছিল দীন মোহাম্মদের পিতার পরিবার, যাঁরা বাংলার নবাবের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন বলে দীন তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন। তাঁর মা গঙ্গাতীরের হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারগুলির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে হিন্দুদের অনেক আচার রীতিনীতির সাথে পরিচিত ছিলেন।

দীন মোহাম্মদের জন্ম হয় ১৭৫৯ সালে তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বিহারের পাটনা শহরে। তাঁর জন্মের অল্পকাল পূর্বেই তাঁর পিতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বেঙ্গল আর্মিতে যোগ দেন। তিনি সুবেদার পদে কর্মরত ছিলেন, সেটি ছিল সেসময় ভারতীয় সেনাদের জন্য সর্বোচ্চ পদ। দীন মোহাম্মদ যখন দশ বছরের বালক, তখন এক যুদ্ধে তাঁর পিতা প্রাণ হারান। দীনের বড় ভাই ষোল বছর বয়সে পিতার পদেই নিযুক্ত হন। এইসময় গডফ্রে ইভান বেকার নামে এক আইরিশ তরুণ ভারতে এসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাহিনীতে ক্যাডেট পদে যোগদান করেন। তিনি দীনের মায়ের হাতে চারশত টাকা তুলে দেন— যা সেই সময়ের নিরিখে ছিল এক বিশাল অর্থমূল্যের অঙ্ক এবং দীনকে এগারো বছর বয়সে বেঙ্গল আর্মিতে শিক্ষানবিশ হিসেবে নিযুক্ত করেন। মাইকেল এইচ ফিশার লিখছেন— *"At age eleven, he attached himself to a teenage Anglo-Irish patron : Ensign Godfrey Evan Baker."*[১]

পরবর্তী তেইশ বছরে দীন শিক্ষানবিশ থেকে সুবেদার পদে উন্নীত হন ও বেকার সাধারণ ক্যাডেট থেকে ক্যাপ্টেন। দীনের সাথে বেকারের বন্ধুত্ব এমনই পর্যায়ে ছিল যে ১৭৮২ সালে বেকার যখন অবসরগ্রহণ করেন দীন ও সুবেদারের পদ থেকে ইস্তফা দেন। এর পরবর্তী দুটি বছর তাঁরা দু'জনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। পিতার চাকুরির সুবাদে শৈশবেও দীনের ভারতের বিভিন্ন শহরে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ছিল। এই সমস্ত অভিজ্ঞতাই দীন তাঁর বইতে লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৭৮৪ সালে দীন বেকারের সাথে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন ও আয়ারল্যান্ডে চলে যান। সেখানে কর্ক শহরে বেকার পরিবারের এস্টেটে কর্মগ্রহণ করেন ও পরবর্তী তেইশ বছর সেখানেই কর্মরত থাকেন।

দীন কর্ক এ পৌঁছনোর কয়েকমাস পরেই বেকার পরিবার এই মেধাবী যুবকটিকে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা আরও বৃদ্ধি করার জন্য স্থানীয় এক বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। তবে সেখানে তিনি তাঁর পড়াশোনা সম্পূর্ণ করতে পারেননি। জেন ডেলি ছিলেন এক অভিজাত আইরিশ কন্যা। তিনি দীন মোহাম্মদ-এর সহপাঠী ছিলেন। তাঁর সাথে দীনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই জেন-এর পরিবার এই সম্পর্কের বিরোধী ছিলেন। তাই দীন ও জেন গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন এবং ১৭৮৬ সালের এক কনকনে শীতের আলো-না-ফোটা ভোরে কর্ক ত্যাগ করে এক পাহাড়ঘেরা অঞ্চলে পালিয়ে যান। প্রায় এক বছর পর জেনের পরিবার তাঁদের খোঁজ পায়। তাঁদের

দাবিমতো জেনকে বিবাহ করার জন্য দীনকে অ্যাংলিকানিজম খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে হয়। ধর্ম পরিবর্তন করলেও দীন নিজের নাম অপরিবর্তিত রাখেন। এইসময় বেকারের জীবনাবসান ঘটে। দীন মোহাম্মদ ও জেন-এর সাতটি সন্তান হয়েছিল।

বিবাহের ছ'বছর পর দীন মোহাম্মদ তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখার পরিকল্পনা করেন। ১৭৯৪ সালে কর্ক থেকেই বইটি প্রকাশিত হয়। বইটির শীর্ষক ছিল, 'দ্য ট্রাভেলস অফ দীন মাহমেট, এ নেটিভ অফ পাটনা ইন বেঙ্গল, থ্রু সেভেরাল পার্টস অফ ইন্ডিয়া; হোয়াইল ইন দ্য সার্ভিস অফ দ্য অনারেবল দি ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানী, রিটেন বাই হিমসেল্ফ, ইন এ সিরিজ অফ লেটার্স্ টু এ ফ্রেন্ড' (*'The Travels of Dean Mahomet, a Native of Patna in Bengal, Through Several Parts of India, While in the Service of the Honourable the East India Company. Written by Himself in a Series of Letters to a Friend.'*)। এটিই ছিল কোন ভারতীয়ের ইংরেজি ভাষায় লেখা প্রথম বই। ১৮০৭ সালে দীন মোহাম্মদ তাঁর পরিবার নিয়ে কর্ক ছেড়ে লন্ডনে চলে যান বেকার এস্টেটের চাকরির চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় কোন সুযোগ লাভের আকাঙ্ক্ষায়। তাঁরা লন্ডনের অভিজাত পোর্টম্যান অঞ্চলে বাস করতে শুরু করেন।

দীনের পিতার অ্যালকেমি, ক্ষার, ক্ষারক বিষয়ে জ্ঞান ছিল। দীন নিজেও এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রথমে তিনি স্যার বেসিল কোশরেন নামে এক অভিজাত স্কটিশ ব্যক্তির বাষ্পস্নান বা 'ভেপার বাথ' (*vapour bath*) চিকিৎসা কেন্দ্রে মালিশকারী রূপে কর্মগ্রহণ করেন। এখানেই তিনি প্রথম 'শ্যাম্পু'-র (*shampoo*), যা হিন্দি শব্দ 'চাম্পি' থেকে এসেছে, প্রবর্তন করেন। দীন তাঁর মালিশের কাজে নানান ভারতীয় ভেষজ ও তেল ব্যবহার করতেন। হিন্দি 'চাম্পি' শব্দের অর্থ মালিশ। এভাবেই সম্পূর্ণ ভারতীয় উপাদানে ও উদ্যোগে জন্ম হল 'শ্যাম্পু'-র।

নিজস্ব ব্যবসা শুরু করার মত যথেষ্ট পুঁজি সঞ্চয় হলে, দীন মোহাম্মদ একটি রেস্তোরাঁ খোলার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দীর্ঘদিন ভারতবর্ষে কর্মজীবন কাটিয়ে ফেরা ও ভারতীয় রান্নায় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া অভিজাত ব্যক্তিরা তাঁর ক্রেতা হয়ে উঠবেন। তাঁদের আকর্ষণ করার জন্য তিনি ভারতীয় প্রথায় হুঁকোয় ধূমপানের ব্যবস্থাও রেখেছিলেন। ১৮১০ সালে সেন্ট্রাল লন্ডনে পোর্টম্যান স্কোয়্যারের কাছে জর্জ স্ট্রীটে তিনি 'হিন্দুস্তানী কফি হাউস' (*Hindoostane Coffee House*) নামে রেস্তোরাঁটি চালু করেন। রেস্তোরাঁটি খোলার পর অত্যন্ত সফল ভাবে চলেছিল। কিন্তু কিছুদিন পর থেকেই পূর্ব লন্ডনে একটি ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় রেস্তোরাঁর সাথে প্রতিযোগিতায় দীনের রেস্তোরাঁটি ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়তে থাকে। অবশেষে অর্থাভাবে দীন নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করতে বাধ্য হন ও ১৮১১ সালে রেস্তোরাঁটি বিক্রি করে দেন। তবুও এটিই ছিল ভারতীয় মালিকানায় ব্রিটেনের প্রথম ভারতীয় রান্নার রেস্তোরাঁ। তাই

Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur
Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

উইলিয়াম ডালরিম্পল্ দীন মোহাম্মদকে উল্লেখ করেছেন '*An Indian with a Triple First*' বলে।[২]

এরপর দীন তাঁর পরিবার নিয়ে ব্রাইটনে চলে যান এবং সেখানে একটি বাথ হাউসে ম্যানেজারের পদে যোগ দেন। এবার তাঁর ভারতীয় পরিচয়কে ইয়োরোপীয় সমাজের কাছে বিশিষ্ট করে তুলতে তিনি নিজের নামের আগে মর্যাদাপূর্ণ '*Sake*' উপাধি যোগ করেন, যা '*Sheikh*' বা শেখ-এরই একটি ভিন্ন রূপ। তাঁর মালিশকার্যে ব্যবহৃত ভারতীয় ভেষজ, তেল, সুগন্ধি— যা বর্তমান কালের অ্যারোমাথেরাপিরই একটি প্রাথমিক রূপ বলা যায়— তার বিজ্ঞাপন দেওয়া শুরু করেন। প্রথম দিকে গুরুত্ব না পেলেও ধীরে ধীরে তাঁর মালিশ চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচার পেতে থাকে।

কয়েক বছর পর ১৮২১ সালে দীন ও জেন ব্রাইটনের সমুদ্রতীরে 'মাহমেদ'স বাথস' (*Mahomed's Baths*) নামে একটি মালিশ ও পরিচর্যা কেন্দ্র খোলেন লন্ডনের অভিজাত শ্রেণির জন্য। ইয়োরোপীয় অভিজাত সমাজের সদস্যরা দীনের এই ভেষজ মালিশের ভক্ত হয়ে পড়েন। তাঁকে ড. ব্রাইটন নামে ডাকা হতে থাকে। অর্থ ও খ্যাতি দুই-ই আসে। ১৮২২ সালে সম্রাট চতুর্থ জর্জ দীনকে তাঁর ব্যক্তিগত মালিশকারী বা '*Shampooing Surgeon*' পদে নিযুক্ত করেন। সম্রাট চতুর্থ উইলিয়ামও তাঁর এই পদ বহাল রাখেন।

১৮২২ সালেই দীন মোহাম্মদ তাঁর দ্বিতীয় বই 'শ্যাম্পুয়িং; অর বেনিফিট্স্ রেজাল্টিং ফ্রম দ্য ইউজ অফ দি ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল ভেপার বাথ' ('*Shampooing; or Benefits Resulting from the Use of the Indian Medical Vapour Bath*') প্রকাশ করেন। এই বইটি বেস্টসেলার হয়েছিল। সত্তর বছর বয়সেও দীন একটি নতুন বাথ হাউস খুলেছিলেন নতুনদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য। তাঁর তিন পুত্র একই ব্যবসায় এলেও কেউই পিতার মতো খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি। দীন-এর ব্যবসা ক্রমশঃই পিছিয়ে পড়ছিল। তিনি ও জেন এমনকি নিজেদের বাড়িতেও কিছুদিন ব্যবসা চালিয়েছিলেন। তবে একসময় তাঁরা স্মৃতির অন্তরালে চলে যান। ১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, ৯২ বছর বয়সে, ৩২ গ্র্যাণ্ড প্যারেড, ব্রাইটনে দীনের মৃত্যু হয়। এর মাত্র দু'মাস আগে জেনের মৃত্যু হয়। ব্রাইটনের সেন্ট নিকোলাস চার্চে দীন ও জেনের সমাধি রয়েছে। অতি সাধারণ একটি সমাধিফলকে দীনের পরিচয়ে উল্লেখ রয়েছে, 'পাটনা, হিন্দুস্তান'।

দীন মোহাম্মদের প্রথম বই '*The Travels of Dean Mahomet*' ১৭৯৪ সালের ১৫ই জানুয়ারি প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন জে. কোনর। প্রায় দু'শ বছর ধরে বইটির অস্তিত্ব প্রায় অজানাই ছিল। ১৯৯৭ সালে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস থেকে অধ্যাপক মাইকেল এইচ ফিশারের সম্পাদনায় বইটি পুনঃপ্রকাশিত হয় '*The Travels of Dean Mahomet : An Eighteenth Century Journey through India*' নামে। এরপরই বইটি সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং সর্বপ্রথম

Sahid Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

ইংরেজি ভাষায় বই-এর লেখক ভারতীয় হিসেবে দীন মোহাম্মদের নাম স্বীকৃত হয়।

শেখ দীন মোহাম্মদ, যিনি অতি অল্পবয়স থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীতে কর্মরত থাকার সুবাদে ইংরেজি ভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, ক্যাপ্টেন বেকারের অভিজাত পরিবারের ঘনিষ্ঠ ছিলন এবং তাঁর রেস্তোরাঁ ব্যবসা ও '*Mahomed's Baths*'-এর সুবাদে অভিজাত ইয়োরোপীয় সমাজের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন এবং নিজেও অভিজাত জীবনযাপন করতেন, তাঁর ভারতীয়ত্বকেই পুঁজি করেছিলেন— পশ্চিমি সমাজের কাছ থেকে শুধু নিজের জন্যই সম্মান আদায় করেননি, ভারতীয়রা যে আপন যোগ্যতায় এক সম্মানযোগ্য জাতি, তা তাঁর সমস্ত কাজের মাধ্যমেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। '*The Travels*' একটি আত্মজীবনীমূলক ভ্রমণবৃত্তান্ত। ফিশার, হোমিভাবা, হেনরি লুই গেট্স্, এডওয়ার্ড সৈদ— প্রমুখ বিদগ্ধ ব্যক্তিরা দেখিয়েছেন, এশিয়ান ও আফ্রিকানরা তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে যখনই বর্ণনা করেছেন, তা সমসাময়িক ইউরোপীয়দের সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ হয়ে উঠেছে। ১৭৮৯ সালে ওলাউডা ইকুইয়ানো (*Olaudah Equiano*) নামে এক আফ্রিকান, যিনি অতীতে দাসের জীবন কাটিয়েছিলেন, '*The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano... The African, Written by Himself*' শীর্ষক একটি আত্মজীবনীমূলক বই রচনা করেছিলেন, তিনি দেখিয়েছিলেন, যেভাবে ইয়োরোপীয়রা আফ্রিকানদের কেনাবেচা করত, তাতে তাদের মানুষ নয়, জড়বস্তু বলেই মনে হত। বইটি দাসপ্রথা বিরোধী আন্দোলনের দলিল রূপে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৭৯১ সালে, দীন এর '*The Travels*' প্রকাশের ঠিক তিন বছর আগে ইকুইয়ানো আয়ার্ল্যান্ডে এসেছিলেন এবং কর্ক-এও গিয়েছিলেন। দীন মোহাম্মদের '*The Travels*'ও ছিল দীর্ঘ সময় ঔপনিবেশিক শাসনে অবহেলিত হওয়া ভারতীয়দের কণ্ঠস্বর। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই, তৎকালীন লন্ডনের সংবাদপত্র ও পত্রিকাগুলি '*The Travels*'কে উপেক্ষার দৃষ্টিতেই দেখেছিল। প্রকাশের পর বইটির একটিও পর্যালোচনা কোনও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। অথচ, ব্রিটেনের সংবাদমাধ্যম ভারতবিরোধী সাধারণমানের কোন সাম্রাজ্যবাদী (*imperialistic*) রচনা প্রকাশেও অত্যন্ত আগ্রহী ছিল। তবে দীন মোহাম্মদ তাঁর বইতে ব্রিটিশ এবং ভারতীয় মুসলিম— উভয় সংস্কৃতির সদর্থক ও নঞর্থক দিকগুলি তুলে ধরেছিলেন। এই দুই সংস্কৃতির প্রভাবেই তাঁর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল। তাই দীন মোহাম্মদ দুই বিপরীত সংস্কৃতির মধ্যে যোগসূত্রের ভূমিকা পালন করেছেন।

'*The Travels*' রচনার ক্ষেত্রে লেখক সমসাময়িক ইংরেজি সাহিত্য রচনার কেতাদুরস্ত পত্রাকারে রচনা বা '*epistolary narrative*' বেছে নিয়েছিলেন। কোন এক বন্ধুর উদ্দেশ্যে মোট আটত্রিশটি পত্রে তিনি নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। মাইকেল ফিশারের মতে—

"*The sophisticated genre he chose, allowed him to scope for*

allusions to high English literature and Latin quotations (which he did not translate into English, thus presupposing the erudition of both his readers and himself). Since this literary genre held great popularity in Britain at the time, but was unknown in his native land, his choice recapitulated his self-location as an intermediary drawing upon an English form to represent his Indian background for an elite Anglophone audience."[৩]

বইটি দীন উৎসর্গ করেছিলেন কর্ণেল উইলিয়াম এ. বেইলি কে। উচ্চমানের গদ্যে লেখা উৎসর্গপত্রটি ছিল এরূপ—

"Dedication

To William A. Bailie, Esq., Colonel in the Service of
The Honourable the East India Company

Sir,

Your distinguished character both in public and private life, is a powerful incitement for soliciting your patronage; and your condescension in permitting me to honour my humble production with your name, claims my best acknowledgements.

Though praise is a kind of tribute due to shining merit and abilities; yet, Sir, even envy must confess, that your well-earned laurels, the meed of military virtues, obtained in the service of the Honourable the East India Company, have been too eminently conspicuous, to receive any additional lustre from the language of Encomium.

Your respectable name prefixed to these pages, cannot fail to shield them with the armour of security, as the judicious must be highly gratified with the peculiar propriety of inscribing them to a Gentleman so perfectly conversant with scenes, which I have attempted to describe.

Allow me to request, Sir, your indulgence for any inaccuracies of style, or other imperfections, that may arrest your judgment in glancing over this Work, as my situation in life, and want of the literary attainments, that refine and polish the European, preclude me from embellishing it, with that elegance of expression, and those fine touches of the imagination, which always animate the performance of cultivated genius.

However, Sir, I have endeavoured, at least, to please; and the

Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
LSTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

sincerity of my intention, will, I trust, in some degree, make even an inadequate compensation for my deficiency in learning and refinement. I have the Honor to remain,

Sir, with the most profound veneration, your much obliged, and devoted, humble servant, Dean Mahomet, Cork, South-Mall, Jan. 15, 1794."[৪]

বইটির মাত্র কয়েকটি কপির সন্ধান পাওয়া গেছে। লেখক বইটিকে দুটি খণ্ডে ভাগ করেছেন। প্রথম খণ্ডে পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯০ + ৩২, দ্বিতীয় খণ্ডে ১৬২ + ২০। প্রতিটি পত্র '*Dear Sir*' বলে সম্বোধন করে রচিত, কিন্তু কোথাও প্রাপকের নাম উল্লেখ করা নেই। পত্রগুলিতে সম্পূর্ণভাবে একজন ভারতীয়ের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই ব্রিটিশ অধীনস্থ ভারতবর্ষ, ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য, ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সাথে সাথে তার নাগরিক জীবন— এই সবকিছুই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আত্মপরিচয় দিতে প্রথম পত্রটি শুরু হচ্ছে এইভাবে—

"I was born in the year 1759, in Patna, a famous city on the north [south] side of the Ganges, about 400 miles from Calcutta, the capital of Bengal and seat of the English Government in that country. I was too young when my father died, to learn any great account of his family; all I have been able to know respecting him, is, that he was descended from the same race as the Nabobs of Moorshadabad [Murshidabad]. He was appointed Subadar in a battalion of Seapoys commanded by Captain Adams, a company of which under his command was quartered at a small district not many miles from Patna, called Tarchpoor [Tajpur], an inconsiderable fort, built on the side of a little river that takes its rise a few miles up the country. Here he was stationed in order to keep this fort. (Letter I)"[৫]

সে সময়ের দস্তুর অনুযায়ী, দীন তাঁর বই প্রকাশের পূর্বে এক বছর সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। অভিজাত সমাজের ব্যক্তিদের কাছ থেকে দু'শিলিং ছয় পেনি করে আগাম অর্থসংগ্রহও করেছিলেন। ৩২০ জন তাঁকে বই প্রকাশের পূর্বেই আগাম অর্থ জমা দিয়েছিলেন। এটি কিন্তু খুব সহজ কাজ ছিল না। দীন ব্যক্তিগতভাবে অভিজাতদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে মিলিটারী অফিসার, ধর্মযাজক, চিকিৎসক যেমন ছিলেন, অভিজাত মহিলারাও ছিলেন। এঁদের কাছে লেখক হিসেবে তিনি নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পেরেছিলেন। বইটি প্রকাশের পর সকলের কাছে দারুণভাবে সমাদৃত হয়েছিল। বিশেষত যাঁরা কর্মসূত্রে ভারতে যেতেন তাঁদের কাছে তো এটি ছিল প্রায় অবশ্যপাঠ্য, কারণ এখান থেকে তাঁরা ভারতীয়দের রীতিনীতি,

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

জীবনযাপন সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করতে পারতেন। উইলিয়াম ডালরিম্পল্ 'দ্য স্পেকটেটর' পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন—

"The Travels of Dean Mahomet is of more than merely biographical interest: it is a fascinating travel book in its own right. Mahomet is an observant writer, who paints a wonderful picture of the surprisingly Anglicised landscape of Northern India in the late 18th century (.....) Mahomet comes across as an extraordinary figure: constantly charming and infinitely adaptable, intelligent and sharpwitted, part charlatan and part Renaissance man."[৬]

পত্র নং- ১-এ দীন মোহাম্মদ কী লিখেছেন দেখে নেওয়া যেতে পারে—

"I most ingeniously confess when I first came to Ireland, I found the fact of everything about me so contrasted to those striking scenes in India, which we are wont to survey with a kind of sublime delight, that I felt some timid inclination, even in the consciousness of incapacity, to describe the manners of my countrymen, who, I am proud to think, have still more of the innocence of our ancestors, than some of the boasting philosophers of Europe... The people of India, in general, are peculiarly favoured by Providence, in the possession of all that can cheer the mind and allure the eye, and this the situation of Eden is only traced in the Poet's creative fancy, the traveler beholds with admiration the face of this delightful country, on which he discovers tracts that resemble those so finely drawn by the animated pencil of Milton."[৭]

যে শহরগুলিতে দীন ভ্রমণ করেছিলেন, যেমন দিল্লী, বেনারস, ঢাকা, কলকাতা, মাদ্রাজ ইত্যাদি স্থানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা, ভারতীয় শাসকদের সেনার সাথে কোম্পানীর সৈন্যদের সংঘাতের নানা বিবরণ ছাড়াও সেইসব স্থানের সৌন্দর্য, মানুষের জীবনচর্যা, নবাবদের বিলাসপূর্ণ বৈভব— এ সকলই তিনি একজন ভারতীয় হিসেবে তাঁর পশ্চিমি পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

'*The Travels*'-এর ১০ নং পত্রে দীনের কলকাতা ভ্রমণের অভিজ্ঞতার বর্ণনা পাওয়া যায়—

"Calcutta is a very flourishing city, and the presidency of the English Company in Bengal. It is situate on the most westerly branch of the less Ganges in 87 deg. east lon. and 22, 45 north lat.; 130 miles north east of Balisore, and 40 south of Huegley [Hoogly]. It contains a number of regular and spacious streets, public buildings, gardens, walks, and fish ponds, and from the best accounts, its population has advanced to upwards of six hundred thousand souls. The principal streets are the Chouk, where an endless variety of all sorts of goods are sold; the China Bazar, where every kind of china is exposed to sale; the Lalbazar, Thurumthulla [Dharamtala], Chouringee [Chowringhee], Bightaconna [Baitakkhana], Mochoabazar [Machuabazar], and Chaunpolgot [Chandpal Ghat], where the European Gentlemen, of every description, mostly reside.

Near Chaunpolgot is the old fort, which contains the Company's stores garrisoned by the invalids and militia, and inhabited by Collectors, Commissaries, Clerks.... Fort William is a mile from the town, and the most extensive in India. The plan of it was an irregular tetragon, built with brick and mortar made of brick dust, lime, molasses, and hemp, a composition that forms a cement as hard and durable as stone....Fort William is an astonishing piece of human workmanship, and large enough to contain, at least, ten thousand inhabitants.

The other principal public buildings, are the Court-Houses, Prisons, and Churches. There are three Court-Houses; one fronting Loldigee, one near the Governor's mansion, and the other in Chaunpolgot: two prisons; one in Lalbazar, and another in Chouringee: and several Churches, besides the English, Armenian, and Portuguese, which are the most noted places of worship, in point of magnitude, exterior figure, and decoration. (Letter X)"[৮]

১০ নং পত্রটি ছাড়াও আরও কয়েকটি পত্রে কলকাতার অনেকবার উল্লেখ রয়েছে। যেমন ৩৭ নং পত্রে—

"Having remained some time in Dacca, we proceeded on our voyage to Calcutta, and, in about two days reached the river Sunderbun, which is extremely narrow, and winds into many branches...

The most remarkable trees that grow on each margin of the river, are the sandal, aumnooze, and ceesoe. The woods are infested with ferocious animals of different kinds, which frequently destroy the unwary traveller; and the tygers in particular are daring enough to

Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya Estd. 2005 Goaltore Paschim Medinipur
Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

approach the river side, and dart on the very passengers in the boats going up and down, of whom they make an instant prey...

In January 1783, we arrived at Calcutta, that great emporium of wealth and commerce, where people of rank appear in a style of grandeur far superior to the fashionable eclat displayed in the brilliant circles of Europe. (Letter XXXVII)"[৯]

১১ নং পত্রে তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় ফুটে উঠেছে মুর্শিদাবাদের নবাবের শোভাযাত্রার রাজকীয় বৈভব—

"Soon after my arrival here, I was dazzled with the glittering appearance of the Nabob, and all his train, amounting to about three thousand attendants, proceeding in solemn state from his palace to the temple. They formed in the splendor and richness of their attire one of the most brilliant processions I ever beheld. The Nabob was carried on a beautiful pavillion, or meanah, by sixteen men, alternately, called by the natives, Baharas, who wore a red uniform: the refulgent canopy covered with tissue, and lined with embroidered scarlet velvet, trimmed with silver fringe, was supported by four pillars of massy silver, and resembled the form of a beautiful elbow chair, constructed in oval elegance; in which he sat cross-legged, leaning his back against a fine cushion, and his elbows on two more covered with scarlet velvet, wrought with flowers of gold. (Letter XI)"[১০]

নবাবের সাজসজ্জারও নিখুঁত বর্ণনা রয়েছে—

"As to the ornaments of his person—he wore a very small turban of white muslin, containing forty-four yards, which quantity, from its exceeding fineness, would not weigh more than a pound and half; a band of the same encompassed his turban, from which hung silver tassels over his right eye: on the front was a star in diamond of the first water: a thin robe of fine muslin covered his body, over which he wore another of cream-coloured satin, and trousers of the same, trimmed with silver edging, and small silver buttons: a valuable shawl of camel's hair, was thrown negligently about his shoulders; and another wrapped round his waist: inside the latter, he placed his dagger, that was in itself a piece of curious workmanship, the hilt being of pure gold, studded with diamonds, and embellished with small chains of gold. (Letter XI)"[১১]

দীন-এর সুলিখিত গদ্য পাঠ করে অনেক ইয়োরোপীয়েরই বিশ্বাস হত না যে সেগুলি কোন এশিয়াবাসীর রচনা হতে পারে। মাইকেল ফিশার লিখছেন—

"Despite the unquestionable fact of Dean Mahomet's authorship of his Travels, many Westerners of his day believed Asians incapable of authoring such a polished work of English literature. Even today, some readers may cling to similar doubts and look for a British hand behind Dean Mahomet's pen. While he clearly borrowed—in today's terms, plagiarized—brief sections of his descriptions from European authors, he nonetheless clearly retained his own voice throughout."[১২]

দীন মোহাম্মদ তাঁর লেখায় যেভাবে ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ঘটিয়েছেন— যদিও হিন্দুধর্মের রীতিনীতির সাথে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ না থাকায়, হিন্দুদের জীবনচর্যার বিস্তারিত বর্ণনা দীন-এর লেখায় দুর্লভ, তবু ভারতীয় মুসলিমদের বিশ্বাস, তাঁদের জীবনযাপনের সম্ভ্রমপূর্ণ বর্ণনার জন্যই দীন-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত সমসাময়িক ইয়োরোপীয়দের রচনার থেকে স্বতন্ত্র। তিনি সাহস দেখিয়েছিলেন ঔপনিবেশিক ভারতের জনসাধারণকে ব্রিটিশ সমাজে সম্মানীয় স্বতন্ত্র মানবজাতি রূপে তুলে ধরার। ভারতীয়দের স্বাতন্ত্র্য যে কিছু ক্ষেত্রে ইয়োরোপীয়দের তুলনায় উচ্চমানের, দ্বিধাহীনভাবে সেকথাও তিনি লিখেছেন—

"... my countrymen, who, I am proud to think, have still more of the innocence of our ancestors, than some of the boasting philosophers of Europe... (Letter No. I)"[১৩]

তাঁর ব্যবসায়িক উদ্যোগেরও মূল পুঁজি ছিল তাঁর ভারতীয়ত্ব। যে সময় কালাপানি পার হয়ে বিলেত যাওয়াকে পাপ হিসেবে দেখা হত, সেই সময় রাজা রামমোহন রায়-এরও অর্ধশতাব্দী আগে দীন মোহাম্মদ বিলেত গিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সাংস্কৃতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ প্রতিকূল ইয়োরোপীয় সমাজে বাস করে ঔপনিবেশিক যুগে ভারতীয় হিসেবেই নিজের সম্মান আদায় করেছেন পশ্চিমি সমাজের কাছ থেকে। '*Independent*' পত্রিকায় মার্টিন হিকম্যান লিখেছেন—

"Like the spices he popularised, Mahomed travelled from the Indian subcontinent to take a special – and historic – place in English society."[১৪]

দীন মোহাম্মদ ছিলেন এমন এক মানুষ যিনি নিজগুণে জীবনে বহু বাধা অতিক্রম করেছেন। ভারতে শুধু নয়, ব্রিটেন এবং ইয়োরোপের অন্যান্য দেশেও খ্যাতি অর্জন করেছেন। সাফল্য যেমন এসেছে, অসাফল্যেও দমে যাননি। শেখ দীন মোহাম্মদ ব্রিটেন ও ভারতবর্ষ— দুই স্বদেশের সংস্কৃতির মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। ব্রাইটনের

Santal Bidrohi Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya ESTD 2005 Goaltore Paschim Medinipur
Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

মিউজিয়ামে তাঁর একটি পোর্ট্রেট সযত্নে রক্ষিত আছে।

তথ্যসূত্র :

১. *Mahomet,Sake Dean. The Travels of Dean Mahomet: An Eighteenth-Century Journey through India. Ed. Fisher, Michael Herbert. Berkeley: University of California Press,1997. Web. <http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft4h4nb20n/>*

২. *Dalrymple, William."An Indian with a Triple First". The Spectator 3 Jan.1998. Web. <http://archive.spectator.co.uk/article/3rd-january-1998/23/an-indian-with-a-triple-first.>*

৩. *Mahomet,Sake Dean. The Travels of Dean Mahomet: An Eighteenth-Century Journey through India. Ed. Fisher,Michael Herbert. Berkeley: University of California Press, 1997. Web. <http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft4h4nb20n/>*

৪. ঐ।

৫. ঐ।

৬. *Dalrymple, William. "An Indian with a Triple First". The Spectator 3 Jan.1998. Web. <http://archive.spectator.co.uk/article/3rd-january-1998/23/an-indian-with-a-triple-first.>*

৭. *Mahomet, Sake Dean. The Travels of Dean Mahomet: An Eighteenth-Century Journey through India. Ed. Fisher, Michael Herbert. Berkeley: University of California Press, 1997. Web. <http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft4h4nb20n/>*

৮. ঐ।

৯. ঐ।

১০. ঐ।

১১. ঐ।

১২. ঐ।

১৩. ঐ।

১৪. *Hickman, Martin."Sake Dean Mahomed: The man who opened Britain's first curry house, nearly 200 years ago."Independent 30 Sept. 2005.Web.*

<http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/sake-dean-mahomed-the-man-who-opened-britains-first-curry-house-nearly-200-yars-ago-5348139.html>

Sarojini Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

সাহিত্য সংস্কারক বিদ্যাসাগর

ড. নির্মল কুমার বর্মন

আধুনিক য়ুরোপের মানবতন্ত্রী যুক্তিবাদী আদর্শে নতুন উৎকর্ষ বাংলা গড়ে তুলতে বিদ্যাসাগর চর্চার একান্ত প্রয়োজন। তাই বিদ্যাসাগরের সমস্ত প্রকার অন্যায়, অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, মনুষ্যত্ববোধের শুভ আদর্শ জনগণের পাথেয় হোক। শিক্ষাসংস্কারক সমাজসংস্কারক কর্মবীর করুণাসিন্ধুর সাহিত্যিক প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও তাৎপর্যমণ্ডিত। বাংলা গদ্যকে সুষমামণ্ডিত করে শিল্প মর্যাদায় উন্নীত। বিদ্যাসাগরের সাহিত্য চর্চা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে পরবর্তীকালে সাহিত্য সমাজ প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ঈর্ষা করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যলেখক বলেই সমকালীন গদ্যলেখকদের যথাযথ মর্যাদা দিতে পরাঙমুখ ছিলেন, উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীরা বিদ্যাসাগরকে সমীহ করতে বদ্ধপরিকর। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের যে সৌভাগ্য জুটে নি, শেষমেষ বিধবাবিবাহের সাফল্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মতি ছিল না। তথাপি ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্রকে অতিক্রম করে শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির ক্লাসিক প্রশংসা করেছেন। "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহা পুর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাংলা গদ্য লিখিতে পারে নাই এবং তাহার পরেও কেহ পারে নাই।"

ফলতঃ বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব মূলত সামাজিক, লোকহিতের জাজ্বল্যমান প্রতীক বিদ্যাসাগর। দেশ ও জাতিকে অধোগতি ও দুর্দশা থেকে মুক্ত করার বাসনা তাঁর বিচিত্র কর্মের পরিপূরক হিসেবেই তাঁর গ্রন্থ সৃষ্টি। কয়েকটি মাত্র গ্রন্থে তাঁর বিরাট সাহিত্যিক প্রতিভার সূর্যদীপ্তির বিচ্ছুরণ প্রকটিত, নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে সাহিত্য সাধনা করলে বিদ্যাসাগরের লেখনী থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিশাল উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেত। এ প্রসঙ্গে মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন—

"যে প্রাণ এত কোমল, এত তীব্র যাঁহার জ্ঞান পিপাসা, যাঁহার সাহিত্য প্রেম এত প্রবল এবং প্রতিভা ও পান্ডিত্য অবিসংবাদিত সেই ব্যক্তি আপনাকে লইয়া বসিবার, আপনার হৃদয়ের সঙ্গে আলাপ করিবার সময় নাই।"

বিদ্যাসাগর প্রকাণ্ড বৃহৎ ও মহৎ মনুষ্যত্ব। বিদ্যাসাগরের অনুবাদমূলক শিক্ষামূলক ও সমাজ সংস্কার মূলক, মৌলিক ও বেনামী রচনা উৎকর্ষ বাংলা সাহিত্যকে ঋদ্ধ করেছে। অনুবাদসাহিত্য মধ্যযুগে বাংলাপদ্য শক্তি ও সৌন্দর্য লাভে অকৃপণ সাহায্য করেছে। বিদ্যাসাগরের অনুবাদকর্ম হল বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭), বাসুদেব চরিত (মুদ্রিত হয়নি), বেতাল পঞ্চবিংশতি;প্রথম মুদ্রিত অনুবাদকর্ম,লাল্লুজি রচিত 'বৈতাল পচ্চীসী' শীর্ষক হিন্দুস্থানি গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। বেতালের অদ্ভুত রসগুবুদ্ধির চমক পাঠকের উৎকর্ষে আঘাত করে।

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

আদর্শকে রূপায়িত করেছেন লেখক বিভূতিভূষণ।

একটি কঠিন সময়ের থেকে উত্তরণ হতে যে সদিচ্ছা ও ধৈর্যের সর্বাধিক প্রয়োজন, তা গঙ্গাচরণ ও অনঙ্গবৌয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় সফল হয়েছে। অনঙ্গবৌ ও গঙ্গাচরণকে পাশাপাশি রেখে বাঙালির দাম্পত্য জীবনে নারীর ভূমিকা যে কত মহৎ, কত সহনীয় হলে, তবেই একজন পুরুষও যে কোন কঠিন কাজে উত্তীর্ণ হতে পারে, তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন বিভূতিভূষণ। শত দুঃখে দারিদ্র্যের মধ্যেও যে সংসারে ও সমাজে শান্তির সুখ আনন্দ উপভোগ করা যায়, তা যে দাম্পত্য জীবনের বোঝাপড়াতেই সম্ভব হয়, তা প্রমাণ করে দিয়েছে হরিহর-সর্বজয়া, গঙ্গাচরণ-অনঙ্গবৌ-দের মত নরনারীরা। সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরায় যাদের, প্রাত্যহিক জীবনে 'আজ জুটেছে, কাল কি হবে? কালের ঘরে শনি'-সেই শনির দশা থেকে উত্তীর্ণ হতে নারীকে যেমন সেবাময়ী, কল্যাণময়ী রূপে আবির্ভূত হতে হবে, তেমনি পুরুষকেও হতে হবে নারীর নর্মসহচর, যিনি পাশে থেকে সব প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তি দিতে হর-পার্বতীর রূপ ধারণ করবেন। যে কাজটি গঙ্গাচরণ -অনঙ্গবৌ করে দেখিয়েছে। মধুর দাম্পত্য জীবনের জোর কোথায়? শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আর বোঝাপড়ার সুকৌশলী দৃষ্টিভঙ্গীর সৌজন্য ও সৌহার্দ-যা পেরেছিলেন গঙ্গাচরণ ও অনঙ্গবৌ। দাম্পত্য জীবন এমনটি হওয়া তো আমাদের একান্ত আকাঙ্ক্ষিত।

তথ্যসূত্র:

১.চিত্তরঞ্জন লাহা; বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক চিন্তার একদিক : বাঙালীর দাম্পত্য জীবন; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, বঙ্কিম স্মারক সংখ্যা, সম্পাদক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, ১০ম বছর, ১৯৮৯, পৃ.-১০৭

২.প্রমথনাথ বিশী; বঙ্কিম সরণী, মিত্র ও ঘোষ, পৃ.-২১৭-১৮

৩.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, চিত্তরঞ্জন লাহা, বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক চিন্তার একদিক: বাঙালীর দাম্পত্য জীবন;কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, ১০ম বছর, ১৯৮৯,পৃ.-১১০

৪.গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য,অপুর পাঁচালী,এম.সি.সরকার এণ্ড সন্স,২য় প্রকাশ,১৪০০,পৃ.-২১৫

৫.বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় :পথের পাঁচালী,মিত্র ও ঘোষ,নবম মুদ্রণ,১৩৬৬,পৃ.-২২১

৬.স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ, মৃত্যু অনন্ত-অপু, তবুও একলব্য, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা, ১২ বর্ষ, ২০১৭,পৃ.-১৫-১৬

৭.বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় :পথের পাঁচালী,মিত্র ও ঘোষ,নবম মুদ্রণ,১৩৬৬,পৃ.-২২১

৮.প্রাগুক্ত,পৃ.-২১৫

৯.প্রাগুক্ত,পৃ.-২৪৯

১০.প্রাগুক্ত, পৃ.-২৭০

১১.বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : ইছামতী, মিত্র ও ঘোষ, অষ্টাদশ মুদ্রণ, ১৪২১,পৃ.-২৪১

১২.বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : অশনি সংকেত, মিত্র ও ঘোষ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৪১৯,পৃ.-৮৬

১৩.প্রাগুক্ত, ভূমিকাংশ, পৃ.-৪১

Santal Bidrohi Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur
Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

লেখক পরিচিতি

১.উত্তম সরকার : সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ,গড়বেতা কলেজ,গড়বেতা, প.মেদিনীপুর, প.ব.।

২.অজয় কুমার দাস : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়, চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূ.মেদিনীপুর, প.ব.।

৩.অমলেশ পাইকারা : অধ্যাপক,রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি, পূ.মেদিনীপুর,প.ব.।

৪.অনিমেষ পাল :বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, বাংলা বিভাগ, বাঁকুড়া, প.ব.

৫.পীরুপদ মালিক : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, চাঁপাডাঙ্গা, হুগলী, প.ব.

৬.সুদীপ্ত চৌধুরী :অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কে.ডি. কলেজ অব কমার্স অ্যাণ্ড জেনারেল ষ্টাডিজ, মেদিনীপুর, প.ব.।

৭.অভয় পাইন :বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, বাংলা বিভাগ, বাঁকুড়া, প.ব.

৮.তমালকুমার ব্যানার্জী: সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, প.ব.।

৯.পিয়ালী চন্দ :সহকারী অধ্যাপিকা, সমাজ তত্ত্ব বিভাগ, গভর্নমেণ্ট জেনারেল ডিগ্রী কলেজ, শালবনি, প.মেদিনীপুর, প.ব.।

১০.সুরজিৎ মন্ডল : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়,প.ব.

১১.চন্দনা তেওয়ারী :অধ্যাপিকা (অতিথি), বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ কলেজ,ধানবাদ, ঝাড়খন্দ।

১২.অরূপ শীট: অধ্যাপক (অতিথি),বাংলা বিভাগ, বান্দোয়ান মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া.প.ব.।

১৩.হারাধন দাস : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ কলেজ, মধ্যমগ্রাম, প.ব.।

১৪.তপশ্রী দাস : অধ্যাপিকা, রবীন্দ্র সংগীত বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প.ব.।

১৫.শক্তিপদ শীট : সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, শিলদা সি.এস. কলেজ, শিলদা, ঝাড়গ্রাম, প.ব.।

১৬.গৌতম গায়েন : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও নাট্যকর্মী, সুন্দরম, কলকাতা,প.ব.।

১৭.শ্যামাপদ শীট : সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়,প.মেদিনীপুর, প.ব.।

১৮.রচনা রায় : সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, আমডাঙ্গা যুগল কিশোর

মহাবিদ্যালয়, প.ব.।

১৯.স্বপন প্রামানিক : অধ্যাপক (অতিথি) গবেষক (বি.বি.এম.কে,ইউ.),বাংলা বিভাগ, মগরাহাট কলেজ, দ.২৪পরগণা, প.ব.

২০.মৌমিতা সরকার : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ,রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শিলিগুড়ি ক্যাম্পাস, শিলিগুড়ি, প.ব.।

২১.পঞ্চানন নস্কর : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক,গবেষক, বিনোদ বিহারী মাহাত কয়লাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়,প.ব.।

২২.পিযূষ দাসমহাপাত্র : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক,গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর, প.ব.।

২৩.কৌশিক দাশগুপ্ত :সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,বি.বি.এম.কে.ইউ. ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড।

২৪.অজয় কুমার মণ্ডল :বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, গবেষক, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর, প.ব.।

২৫.নিবেদিতা ঘোষ: অধ্যাপিকা(আংশিক সময়),সংস্কৃত বিভাগ,সুকুমার সেনগুপ্ত মহাবিদ্যালয়, ঝাড়গ্রাম,প.ব.।

২৬.অরূপরতন চক্রবর্তী : সহকারী অধ্যাপক, ইংরাজী বিভাগ, সাঁওতাল বিদ্রোহ সার্ধ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, গোয়ালতোড়, প.মেদিনীপুর, প.ব.।

২৭.ড.নির্মল বর্মন: সহকারী অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ, দেশপ্রাণ মহাবিদ্যালয়, কাঁথি, পু. মেদিনীপুর,প.ব.।

২৮.ড.শর্মিষ্ঠা আচার্য: সহকারী অধ্যাপিকা, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, সিন্দ্রী কলেজ, সিন্দ্রী,ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড।

২৯.ড.সাজেদ বিশ্বাস :সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, গড়বেতা কলেজ, প.মেদিনীপুর, প.ব.

৩০.ড.সোমা ভদ্র রায় :অধ্যাপিকা, বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়, ব্যারাকপুর, প.ব.।

৩১.ড.জিতেশ চন্দ্র রায় :সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, পি.জি.সময়র সাধক, পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ, পু.মেদিনীপুর, প.ব.

৩২.ড.সন্দীপকুমার মণ্ডল : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, কলকাতা, প.ব.

৩৩.ড.নির্মাল্য মণ্ডল : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নিউ আলিপুর কলেজ, প.ব.

৩৪.ড.সুদীপ চক্রবর্তী: অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, প.ব.

৩৫.ড.সরোজ কুমার পান :অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর, প.ব.।

Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

৩৬.ড.অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী : অ্যাসোসিয়েট প্রফেসার, বাংলা বিভাগ, গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প.ব.

৩৭.ড. অনুপ মাহাত : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, গবেষক, শিক্ষক, ডাবচা নবকোলা উচ্চবিদ্যালয়,(উচ্চ মাধ্যমিক) প.ব.।

৩৮.ড.পীযূষকান্তি হালদার :অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বেহালা কলেজ, প.ব.

৩৯.ড.কৃষ্ণেন্দু দত্ত : অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়, গ্যাংটক, সিকিম।

৪০.ড.শ্যামলী রক্ষিত :বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, গবেষক, বাংলা বিভাগ, কলকাতা, প.ব.।

৪১. ড.বিভূতি ভূষণ নায়ক :অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি, পু.মেদিনীপুর, প.ব.।

৪২.ড. মৌমিতা চক্রবর্তী :সহকারী অধ্যাপিকা, সঙ্গীত বিভাগ, প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি, পু.মেদিনীপুর, প.ব.।

৪৩.ড.ইন্দ্রমাধব দাস :সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, আলিপুর দুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়, প.ব.।

৪৪.ড. অন্তরা চৌধুরী :অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, নেতাজী শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, প.ব.।

৪৫.ড.তাপস রায় : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইন্দাস মহাবিদ্যালয়, প.ব.

৪৬.ড. সুভাষ বিশ্বাস : অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, প.ব.।

৪৭.ড.নিতাইচন্দ্র দাস : সহ অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, নয়াগ্রাম পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু গর্ভরমেন্ট কলেজ,প.ব.।

৪৮.ড.নবনীতা বসু :সহকারী অধ্যাপিকা,বাংলা বিভাগ, গভঃ জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, সিঙ্গুর , হুগলী,প.ব.।

৪৯.ড.সুমন্ত মণ্ডল : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মানভূম মহাবিদ্যালয়,মানবাজার, পুরুলিয়া, প.ব.।

৫০.ড.জয়গোপাল মণ্ডল : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক, বি,বি,এম.কে. বিশ্ববিদ্যালয়, ধানবাদ, ঝাড়খন্দ।

৫১.ড.তারাপদ বেরা : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক,সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়, পু.মেদিনীপুর, প.ব.।

৫২.ড.মনোজ মণ্ডল : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, খিদিরপুর কলেজ, কলকাতা, প.ব.।

(বি.দ্র.-অনবধানতা জনিত কারণে পরিচিতি বিষয়ে কোন অসম্পূর্ণতা /ভ্রান্তি থাকলে প্রকাশন সংস্থা মার্জনাপ্রার্থী।)

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur